০৫-০৯-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সেবার প্রতি আগ্রহ রাখবে। বিশাল বুদ্ধিধারী হয়ে সেবার জন্য বিভিন্ন যুক্তি খুঁজে বের কর। অর্থহীন বাক্যগুলিকে সংশোধন কর"

প্রশ্ন : ১) যেই আত্মারা অজামিলের মতন কলুষিত হয়ে আছে, তাদেরকে নির্মল করার সাধন কি ?
উত্তর :- তাকে জ্ঞান-মান-সরোবরের জলে সিক্ত করো। যদি সে জ্ঞান-সাগরের অতলে ডুবে থাকতে পারে, তার আত্মার কালিমা ধুয়ে যাবেই।

প্রশ্ন: ২) বি.কে. ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি ?
উত্তর :-বি.কে.ব্রাহ্মণ হয়ে সে যদি বাবার আজ্ঞা পালন না করে, তবে তা গর্হিত পাপ। বাবার প্রথম আজ্ঞা- তুমি যেন নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু এতেই বাচ্চারা ফেল করে। তাছাড়া মায়াও কিছু না কিছু বিকর্ম তো করাবেই।

গীত :- তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন
. ছেড়ে এবার এই ধরায়
. নেমে এসো

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চাদের মন-বুদ্ধিতে কি ধারণা জন্মায়? কে এসেছেন? (বাবা, টিচার, সদগুরু) 'মাতা-পিতা' শব্দটিও আসা উচিত। 'মাতা-পিতা' শব্দটি ভারতেই প্রচলিত। সর্বাগ্রেই আসে 'মাতা-পিতা', তারপরে আসে 'বাপদাদা'। স্বাভাবিক রীতিতেই এই 'মাতা-পিতা'-র মধ্যে 'বাপ-দাদা' শব্দটিও যুক্ত থাকে, কিন্তু বোঝাবার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই বুঝতে পারে যে উনি মায়ের ভূমিকা পালন করছেন-তেমনি পিতার ভূমিকাও। 'বাপদাদা'-র মধ্যে মাতা কে? খুবই রহস্যের ব্যাপার। লোকেরা তা বুঝতে পারবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা পিতা হলে তো আবার মাতাও দরকার। প্রজাপিতার সাথে প্রজাপত্নীও তো থাকবে। না, প্রজাপত্নীর প্রয়োজন পড়ে না, যেহেতু বাচ্চারা মুখ-বংশাবলী দত্তক-সন্তান। তাই ব্রহ্মারও পত্নীর প্রয়োজন পড়ে না। যা অতি গুহ্য-গম্ভীর বিষয়। তা বুঝে ধারণ করার জন্য তেমন বুদ্ধির প্রয়োজন। একমাত্র এই বাবা-ই, যিনি স্বয়ং বাচ্চাদের সম্মুখে আসেন। তোমরা ভাবো 'মাতা-পিতা', 'বাপ-দাদা' সম্মুখে এসেছেন। যারা সেন্টারে ও বাইরের সেবার সাথে যুক্ত, তারা কিন্তু তেমনটা ভাববে না, ভাববে 'মাতা-পিতা' বা 'বাপ-দাদা'-র সম্মুখেই এসেছেন ও নিজেকে ভাববে মাম্মার দত্তক নেওয়া সন্তান। সবচেয়ে ভাগ্যবতী 'লাকী-স্টার' জগদম্বা। সবকিছু পরিচালনার জন্য ওনাকেই মুখ্য করা হয়েছে, ওনার মাথাতেই জ্ঞানের কলস রাখা হয়েছে, আর ব্রহ্মা ব্রহ্মাপুত্র নদ। (নদীর পুরুষাকার নদ)। তবে আবার নদীর স্ত্রী-কার অর্থাৎ সরস্বতী-ও তো চাই। তিনিই আবার জগৎ-অম্বা। পুরুষকে তো আর মা বলা যায় না। এমনই এক গভীর বিচিত্র রহস্য, যা কোনও গীতা-ভগবতেও উল্লেখ নেই।

শাস্ত্রগুলিতে কেবল গল্পই লেখা হয়েছে। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে কিম্বা আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে কি কি ঘটেছিল, সেগুলিই লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু নাম, রূপ, দেশ, কালের সঠিক উল্লেখ নেই, অথচ তা নিয়ে কত প্রকারের নাটকও বানায়। কিন্তু এই বাবা তো স্বয়ং সম্মুখে বসে খুব সুন্দর সহজ-সরল রীতিতে বুঝিয়ে বলেন, যাতে বাচ্চারা প্রত্যেকেই সহজেই বুঝতে পারে। গীতগুলিতেও কিন্তু অর্থহীন

শব্দ থাকে। এখানে তোমরা আকাশ-তত্ত্বের নীচে বসে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো, আর উনি আসেন আকাশ-তত্ত্বেরও অনেক দূর থেকে। অন্যান্য ধর্মের ধর্ম-স্থাপকেরা এবং মুখ্য-মুখ্য আত্মারা, তারাও সবাই এই দুনিয়াতেই আছে। কৃষ্ণের আত্মাও এখন এই দুনিয়াতে রয়েছে, এটাই ওনার ৮৪-তম অন্তিম জন্ম। তাই সেই আত্মাকে ডেকে আনা যায় না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই ডাকা হয়- "বাবা তুমি তোমার মহতত্ব নির্বাণধাম ছেড়ে এখানে নেমে এসো।" আত্মাদের স্থায়ী সিংহাসন মহতত্বেই। আর আকাশতত্বে জীবাত্মাদের বাস ও নাটক খেলার বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ। গীতগুলি যখন শুনবে, মনে মনে ভুল শব্দগুলির সংশোধন করবে। নাটকের রচয়িতাই গীতগুলির রচয়িতা। যিনি এই বিশ্ব-নাটককে শ্যুটিং করছেন, ওনাকেও জানা দরকার-অবশ্য বিশাল বুদ্ধিরও প্রয়োজন। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন সেবা করার জন্য। এই অবিনাশী নাটক যার, তাকে জানা এবং অন্যদেরকেও তা জানানো আবশ্যক। অতএব তার কাছে গিয়ে ওনার সাথে মিলিত হওয়াও উচিত। কমপক্ষে এই বোধটুকু থাকা উচিত। বাবা তো কেবল ডাইরেকশন দেবেন। নিজে তো আর তা বলতে যাবেন না। যেমন-বাচ্চারা, এমন এমন করো, শ্রীমৎ অনুসারে চলো,... ইত্যাদি। তাই তো গীতের রচনা- "তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ত্যাগ করে এই ধরায় নেমে এসো বাবা। "ধরায় বলতে এখানে ভারত-ভূখণ্ডকেই বলা হয়েছে। যেহেতু এই ভারত-ভূখণ্ডই বাবার জন্মস্থান। এভাবেই নিরাকার বাবাকে ডাকতে থাকে সবাই। কৃষ্ণ মোটেই সবার পিতা নন। আর এই বাঁশের মুরলী যার প্রতীক, তা বাঁশের বাঁশী নয়, মুরলীর প্রকৃত অর্থ জ্ঞান - যা ছোট্ট কৃষ্ণের হাতে দেখানো হয়। তেমনি সরস্বতীকে জ্ঞানের-দেবী বলা হয়। রাধাকে নয়, কৃষ্ণকেও না। সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা অর্থে ব্রহ্মপুত্র নদ জ্ঞানের দেব, অর্থৎ পিতা-কন্যা। কিন্তু শিবের ক্ষেত্রে তা বলা হয় না। বলা হয়- "গড ইজ নলেজফুল। "পরমপিতা পরমাত্মা যেখানে জ্ঞানের সাগর, প্রথমেই তিনি নিজের সন্তানদের জ্ঞানী বানাবেন। ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে, বি.কে.দেরকে জ্ঞানের বাণী শোনান। তোমরাই সেই সৌভাগ্যশালী বাচ্চা। বাবা হলেন জ্ঞান-সূর্য আর ব্রহ্মা হলেন জ্ঞান-চন্দ্রমা, আর যিনি 'জ্ঞান-লাকী-সিতারা' তার নাম সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মা অর্থাৎ বড় নদী বা নদ। এই নদের বিস্তৃতি বিশাল। সব নদীই গিয়ে মেশে সাগরে। তাই সেখানে অর্থাৎ সঙ্গমস্থলে মেলার আয়োজন করা হয়। তেমনি সরস্বতী নদীও সাগরে গিয়েই মেশে। কিন্তু তার মেলা হয় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে। এই নদের (পুরুষ নদী) মিলন খুবই চমকপ্রদ। নদী তো সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গ-ই হয়। এ সবের গুহ্য রহস্যগুলিকেই বুঝতে হবে। শুরুতেই তা অন্যদেরকে বলার প্রয়োজন নেই। সর্বাগ্রে বোঝবে লৌকিক মাতা-পিতা, পারলৌকিক মাতা-পিতার রহস্যকে। লৌকিক মাতা-পিতা থেকে কেবল অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ পাওয়া যায়। এই পাঠেই পাকা করাতে হবে। অন্যেরা কেউ-ই দুই বাবার রহস্যের ব্যাপারটা বোঝাতেই পারবে না। তারা তা জানেই না। কিন্তু কীর্তনগান করে - "তুমি আমাদের মাতা-পিতা, আমরা তোমার সন্তান"..... একথা বললেই এসে যায় পিতা সর্বব্যাপী। তবে সেক্ষেত্রে মাতার অবস্থান কোথায় গেল? আবার মাতা থাকলে পিতাও তো থাকতে হবে। আসলে মাতা-পিতা বলা হয় নিরাকারকে। কিন্তু লোকেরা জানে না কেনই বা তাকে 'মাতা-পিতা' বলা হয়। প্রকৃত অর্থে উনি 'গড্-ফাদার'! তাদেরকে আবার 'অ্যাড্যাম্-ইভ্'-ও বলা হয়। এই অ্যাড্যাম্-ই যে ইভ্ - এই কথাটাই তারা বোঝে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাই মাতারও কার্য করে থাকে। এই অ্যাডাম্ আর ইভ্-কে আবার আদম্ আর বিবি-ও বলা হয়। এর প্রকৃত অর্থ লোকেরা জানে না। কিন্তু বি.কে.-রা তা বুঝতে পারে আদম-বিবি বাস্তবে কি। যিনি বিবি তিনিই আদম্। প্রকৃত অর্থে তিনি হলেন এই বাবা। খুবই জটিল ব্যাপার। ভারতে তার কীর্তন-গাঁথাও আছে- তুমিই মোদের মাতা-পিতা ..... লোকেরা তাই গায়, অথচ যার প্রকৃত অর্থ তারা জানে না। সত্যযুগকেও অনেক লক্ষ-

লক্ষ বছর পূর্বের বলে থাকে। কিন্তু তা কত? এদিকে গল্প-গাঁথাতে তো অল্প পূর্বের শোনানো হয়। অনেকদিন পূর্বের মানে ৫-হাজার বছর পূর্বে এই ভারত-ভূখণ্ডেই দেবী-দেবতাদের অখণ্ড, অটল, সুখ-শান্তিময় রাজ্য ছিল। তখন আর কোনো রাজ্যই ছিল না দুনিয়াতে। কোনো পণ্ডিত-বিদ্বান একথা বলতে পারে না। একথাও তো জানা দরকার কিভাবে দেবী-দেবতার রাজ্য স্থাপন হয়েছিল ? লক্ষ্মী-নারায়ণ-ই বা কিভাবে হয়েছিল। কিভাবেই বা তারা সেই রাজ্য স্থাপন করেছিল ? তার পূর্বে কলিযুগ ছিল। এ তো চিরন্তন সত্য কলিযুগের অন্তের পর সত্যযুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা। যা অনেক আগের কথা, এখন তা আমাদের সামনে। ৮৪-বার জন্ম নিতে নিতে কলিযুগের অন্তিমে এসে পৌঁছেছি। এবার তোমরা বলতে পারো, ৫-হাজার বর্ষ পূর্বের ঘটনা, যখন এখানেই সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব ছিল, যা এখন তার অস্তিত্বও নেই। আবার এখন সেই সময় পুরো হয়েছে। তাই আবারও লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। যা বি.কে.-দের বুদ্ধিতে তা আছে বলেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। প্রকৃত গীতা (মুরলী) তো এই কারণেই লেখা হয়েছে, যাতে তা পড়ে তারা নতুন ভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। এই গীতা যদিও প্রকৃত জ্ঞান, যা তোমরা লিখে রাখো, তবুও তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তার সাথে অন্যান্য শাস্ত্রাদিও লুপ্ত হয়ে যায়। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে শাস্ত্রের প্রচলন নেই। কল্প পূর্বের মতন আবারও দ্বাপর থেকেই শাস্ত্রের শুরু হবে। শাস্ত্রাদি এসব ভক্তি-মার্গের সামগ্রী। যার বিস্তার অনেক। কিন্তু এই জ্ঞান তো মুহূর্তেই নিতে পারো তোমরা। তাই তো এত অল্পেই সমগ্র রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকে জেনে যাও তোমরা। শাস্ত্রে তো তারিখ তিথি, নক্ষত্রের সম্পূর্ণ হিসেব-নিকেশ থাকে।

৮৪-জন্ম কিন্তু সবার পায় না। কেউ ৭০, কেউ ৬০, আবার কেউ বা মাত্র দু-জন্মই পায়। সর্বাধিক-সর্বনিম্নের হয়। যারা পরের দিকে আসবে তারাই ক্রমিক অনুসারে কম জন্ম পাবে। বাদামের শাঁসের অংশটুকুর মতন তোমরা শুধু সারটাই বুঝবে। কিন্তু ৮৪-লাখ জন্ম কখনই নয়। ৮৪-জন্মই সবাই পায় না। তবুও তাকে ৮৪-র চক্রই বলা হয়। কিন্তু এমনটা মোটেই বলা হয় না যে, ৮৪-লাখের চক্র। গীতও গাওয়া হয়, পাপ-কপটের ছায়া পড়েছে দেখ। এখন যে রাবণের রাজত্ব। আত্মাতে ময়লা ছায়ার প্রলেপ পড়তে পড়তে এখন যেন সবাই 'অজামিল' হয়ে গেছে। এত বেশী ময়লার প্রলেপ পড়েছে যে, পরিস্কার যেন হতেই চায় না। সেই ময়লা পরিস্কারের জন্য গীতও রচিত হয়েছে -'জ্ঞান মানসরোবর'- তাতেই ডুবে থাকো। যেমন লোহাতে জং-মরচে ধরলে তা ছাড়াবার জন্য কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে রাখে, তেমনি। আত্মারও জং-মরচে ছাড়াবার জন্য জ্ঞান-সাগরে ডুবে থাকতে হয়। তা কোনও জলের নদী বা সাগরের ব্যাপার নয়। জ্ঞান-সাগর যা জ্ঞান দেন, সেই জ্ঞানেই তৎপর থাকতে হয়। সাথে ঘর-গৃহস্থালীও সামলাতে হবে। তার জন্য কোনও উপদেশের প্রয়োজন পড়ে, তাও গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু প্রত্যেকেরই কর্ম-বন্ধন ভিন্ন ভিন্ন। যেমন সার্জেন ডাক্তার সবার জন্য একই ঔষধ দেন না - তেমনই। প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের কর্ম-বন্ধন, রোগ বিভিন্ন প্রকারের। এই ৫-বিকারের রোগই সবচাইতে ভয়ঙ্কর। যে রোগকে সেভাবে বুঝতে পারে না কেউ। এটাও বুঝতে পারে না-এর শুরু কখন বা কিভাবে হয়েছে ? রোগ আত্মাতে লাগলে, তার প্রভাবে শরীরের রোগেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আত্মা তখন দুঃখী হয়ে পড়ে। যা কিছুই আত্মাতে হয়, তার প্রভাব শরীরেও পড়ে। কিন্তু এসব কথা শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ নেই। যেহেতু তা ভক্তি-মার্গের কার্য-করণ। এই ভক্তির প্রথমদিক থাকে অব্যাভিচারী, তারপরে হয় রজোঃগুণী ব্যাভিচারী ভক্তি, যা তমোগুণী। ভক্তদের তেমন তেমন অবস্থা হতে থাকে। জ্ঞানও তেমনি কমতে থাকে। শুরুতে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা, এরপর ১২ কলা ....., প্রালব্ধও কমতে থাকে সেই অনুসারে। বাচ্চারা,

তোমাদের এই পুণ্য অর্জন করতে কত বিঘ্নের সন্মুখীন হয়ে। এছাড়া গ্রহের প্রকোপেও পড়ে। লোকেরা আবার জানতেও চায়, কোন গ্রহের দশায় ভুগছো তোমরা। পুণ্যার্জন করতে এসেও অনেকে নোংরা কাজ করে নিজেরাই নিজেদের মুখ কালো করে ফেলে, যেহেতু তখন তাদের উপর রাহুর দশা লেগে থাকে। বাবার জ্ঞানে যার উপর কত সুন্দর বৃহস্পতির দশা ছিল, কিন্তু মায়ার চড়-থাপ্পরে সে রাহুর গ্রাসে কালো হয়ে যায়। সামান্যও কাম-বিকারে এলেই তৎক্ষনাৎ রাহুর প্রকোপ শুরু হয়ে যায়। বুদ্ধিতেও যেন তালা লেগে যায়। এই সাজা এমনই কড়া গুপ্ত সাজা। সেই আত্মা কারওকে আর বলতেই পারবে না যে, ভগবান উবাচঃ - কাম মহাশত্রু। জাগতিক সন্ন্যাসীরাও কাম-বিকারকে মহাশত্রু ভাবার কারণেই স্ত্রী-সংসার ত্যাগ করে। ভারত-বাসীদের জন্য এই নিবৃত্তি-মার্গের পবিত্রতাও যথেষ্ট ভাল। ভারতবাসীরাই সর্বাগ্রে পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়। নিবৃত্তি-মার্গের সন্ন্যাসীরা তা আটকানোর চেষ্টাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই পবিত্রতার শক্তিতেই সৃষ্টি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখন তা অতি অপবিত্র-পতিত অবস্থায়। অতএব সেবার দ্বারা আবার তাকে পবিত্র বানাতেই হবে। তাই সেবার প্রতি অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা রাখতে হবে।

নিয়ম বর্হিভুত কোনও চাল-চলন যেন না হয়। পুরুষার্থী হলেও, এখনও কেউ সম্পূর্ণ তো হতে পারোনি। কিছু না কিছু পাপ-কর্ম তো অবশ্যই হয়। কিন্তু বাবার আজ্ঞাকে অমান্য করা খুব বড় পাপ। বাবার নির্দেশ হলো-নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যদিও সর্বদা তা করতে পারবে না, যেহেতু তেমন সম্পূর্ণ পুরুষার্থী এখনও হতে পারোনি তোমরা। তাই যে তেমন করতে পারবে, সে তেমনই উচ্চ-পদের অধিকারী হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ৫-বিকারের রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিয়মিত অবিনাশী সার্জেনের উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। যাতে আত্মার উপর কোনও রোগের প্রভাব না ঘটে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

২) প্রকৃত (পুণ্য) উপার্জন যেমন নিজে করবে তেমনি অন্যদেরকেও তা করাতে হবে। নিয়ম বর্হিভুত কোনও চাল-চলন করবে না। সর্বদাই বাবার নির্দেশ এভাবে মেনে চলতে হবে যেন কখনই রাহুর দশা না লাগে।

বরদান :- স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে প্রতিটি কর্মই চরিত্রের রূপে করে মায়াজীত, সফলতামূর্ত ভবঃ

ব্যাখ্যা ;- বাবার প্রতিটি কর্মই যেমন অনুপম চরিত্রের হিসাবে করতেন, তোমারও প্রতিটি কর্ম যেন তেমনই অনুপম হয়। যে বাবার মতন স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারে, তার সব কর্মই অসাধারণ কর্ম হয়। যেহেতু স্বদর্শন চক্রধারীর লক্ষ্যনই সফলতা স্বরূপ। সে যে কোনো কার্যই করবে, সফলতার উপস্থিতি সেখানে পূর্বেই পৌঁছে যায়। স্বদর্শন চক্রধারী মায়াজীত হবার কারণে সফলতা-মূঢ়ত হয় এবং প্রতি পদক্ষেপেই পদ্মাপদম্ পতি হয়।

স্লোগান:- এমন সমর্থ খুশীর সংকল্পের রচনা করো, যাতে দেহে ও মনে সদা খুশীতে থাকতে পারো।